সুন্নাহর সংস্পর্শে

সুন্নাহ বোঝার মূলনীতি এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে সুন্নাহর অবস্থান

◈ **সুন্নাহর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য** **২৮**
একটি সহজ ও বোধগম্য পদ্ধতি ২৯
একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা ২৯
একটি সুসংহত পন্থা ৩১
একটি বাস্তবধর্মী পন্থা ৩৪
সহজ পন্থা ৩৬
◈ **সুন্নাহর প্রতি মুসলমানদের কর্তব্য** **৪০**
◈ **সুন্নাহ প্রয়োগের মূলনীতি** **৪৮**
সুন্নাহর বিধান যাচাই করা ৪৮
সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন ৫০
দুর্বল হাদিসের সমর্থনে শক্তিশালী হাদিস থাকা ৫০
আইন প্রণয়ন ও হিদায়াতের মাধ্যম ৫১
জাল হাদিসের সমর্থনে সকল যুক্তি প্রত্যাখ্যাত ৫৩
সহিহ হাদিস প্রত্যাখ্যান জাল হাদিস গ্রহণের নামান্তর ৫৫
হাদিসের পুরোনো শত্রুদের সন্দেহ ৫৬
হাদিসের নতুন শত্রুদের সন্দেহ ৫৯
শুধু কুরআনকেই হিদায়াতের উৎস মনে করা ৬০
ভুল বোঝার কারণে হাদিস প্রত্যাখ্যান ৬২
অল্প বোঝার কারণে সহিহ হাদিসের প্রত্যাখ্যান ৬২
আম্মাজান আয়িশা (রা.)-এর হাদিস ৬২
হাদিস :...আমাকে মিসকিনের মতো জীবন দান করুন ৬৩
হাদিস : প্রতি শতাব্দীতে একজন আসবেন; যিনি ধর্ম নবায়ন করবেন ৬৪
ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ৬৬
কোনো হাদিস প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো ৭১
কিছু হাদিসের ক্ষেত্রে আয়িশা (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুন্নাহ : ইসলাম প্রচার ও ইসলামি বিধানের উৎস

◈ **ফিকহ ও আইন প্রণয়ন**	**৭৬**
সকল ফকিহ সুন্নাহর দ্বারস্থ হন	৮০
হাদিস ও ফিকহের সংযোগের গুরুত্ব	৮১
ফিকহের শাস্ত্রের প্রতি উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব	৮৭
◈ **ইসলাম প্রচার ও মানুষের হিদায়াতের ক্ষেত্রে সুন্নাহ**	**৯১**
দলিল হিসেবে কোনো হাদিস উপস্থাপন করার আগে যা করণীয়	৯৯
দাঈদের একটি সাধারণ সমস্যা	১০০
ইবনে হাজার আল হায়সামির ফতোয়া	১০৩
সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিস বর্ণনা	১০৪
কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা	১০৮
প্রতিটি যুগ তার আগের যুগের চেয়ে খারাপ	১২৩

তৃতীয় অধ্যায়

সঠিকভাবে সুন্নাহ বোঝার মূলনীতি

◈ **কুরআনের আলোকে বোঝা**	**১২৯**
কুরআনের আলোকে যা পাওয়া যায়, তা-ই প্রাধান্য দেওয়া	১৩১
হাদিস : জীবন্ত কবর দেওয়া	১৩৪
হাদিস : তোমার বাবা আর আমার বাবা উভয়ই জাহান্নামি	১৩৫
কোনো হাদিসকে কুরআনবিরোধী বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন	১৪০
◈ **একটি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক একাধিক হাদিস জড়ো করা**	**১৪৫**
হাদিস : পাজামা টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা	১৪৫
টাখনুর নিচে কাপড় পরা বলতে আসলে কী বোঝায়	১৪৬
লাঙল সম্পর্কিত সহিহ বুখারির হাদিস	১৫১
◈ **পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদিসের মধ্যে মীমাংসা**	**১৫৬**
প্রাধান্য দেওয়ার চাইতে মীমাংসা করা উত্তম	১৫৬
নারীদের কবর জিয়ারত করতে যাওয়া সম্পর্কিত হাদিস	১৫৯
আজল সম্পর্কিত হাদিস	১৬১
হাদিস রহিতকরণ	১৬৬
◈ **হাদিসের কারণ, প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য অনুধাবন**	**১৭০**
হাদিস : তোমাদের পার্থিব বিষয়াদি তোমরাই ভালো জানো	১৭২
হাদিস : ...যারা মুশরিকদের মধ্যে (তাদের হয়ে) অবস্থান করে	১৭৩

মাহরামসহ নারীদের ভ্রমণ করার বিধান ১৭৫
নেতা হবে কুরাইশ থেকে ১৭৬
সাহাবা ও তাবেয়িনগণ যেভাবে হাদিসের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করতেন ১৭৬
ছেড়ে দেওয়া উটের ব্যাপারে উসমান (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ১৭৭
সামসময়িক ব্যবহারবিধির ওপর নির্ভরশীল বর্ণনাসমূহ ১৭৮
উমর (রা.)-এর আমলে রক্তপণ পরিশোধের বিধান যেমন ছিল ১৮১
জাকাতুল ফিতর ১৮২
হাদিসের বাহ্যিক শব্দমালা ও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ১৮৩

◈ **পরিবর্তনযোগ্য মাধ্যম ও স্থায়ী উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য** **১৮৭**
মক্কার ওজন ও মদিনার পরিমাপ ১৯২
মাস শুরু করার জন্য চাঁদ দেখা ১৯৩

◈ **শাব্দিক ও রূপক অর্থের মধ্যে পার্থক্য** **২০৫**
বিধানসংবলিত বর্ণনাসমূহে রূপকধর্মী দৃষ্টান্ত ২১৪
রূপকধর্মী ব্যাখ্যা গ্রহণ না করার বিপদ ২১৭
'হাজরে আসওয়াদ জান্নাতি পাথর'—এর ব্যাখ্যা ২১৮
হাদিস : 'নীলনদ ও ফোরাত নদী জান্নাতের' ২১৯
ঢালাওভাবে আক্ষরিক অর্থও ত্যাগ করা যাবে না ২২০
প্রত্যাখ্যাত ব্যাখ্যা ২২১
রূপকধর্মী বর্ণনার ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার প্রত্যাখ্যান ২২৩

◈ **দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমানের মধ্যে পার্থক্য** **২২৫**

◈ **আভিধানিক অর্থ গ্রহণ** **২৩২**
পুরোনো বর্ণনা বুঝতে আধুনিক পরিভাষা ব্যবহারে সতর্কতা ২৩২
তাসবির ও নাহত : দুটি শব্দ ২৩৩
আলাদা কোনো শব্দ বা বাক্যের ওপর মন্তব্যের ক্ষেত্রে সতর্কতা ২৩৫

◈ **পরিশেষে...** **২৩৭**

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে সুন্নাহর অবস্থান

সুন্নাহর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআন হচ্ছে নবিজির নবুয়তের সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন ও মুজিজা। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তাই এর মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটা অসম্ভব। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি অবিকৃত থাকবে। তাই ইসলামের সকল বিধানের মূল উৎস হচ্ছে আল কুরআন। কুরআন থেকেই শরিয়ার অন্য সকল উৎসের জন্ম হয়েছে।

নবিজির সুন্নাহও শরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুন্নাহর কাজ হলো—কুরআনের সকল বিধিবিধান মানুষের কাছে বোধগম্য করে উপস্থাপন করা। আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيۡهِمۡ-

‘তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।’[১]

নবিজির কথা, কাজ ও সমর্থনের নাম সুন্নাহ। সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের ব্যাবহারিক প্রয়োগ ঘটে, কুরআনের বিধানের বাস্তবতা প্রকাশ পায়, ইসলামি আদর্শের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এককথায়, সুন্নাহ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা আর ইসলামের বাস্তব রূপায়ণ। আম্মাজান আয়িশা (রা.) নবিজির ঘরে থেকেছেন, সব সময় তাঁকে চোখের সামনে দেখেছেন। এজন্য একবার তাঁকে নবিজির চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি চমৎকারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন— ‘তাঁর চরিত্র হচ্ছে আল কুরআন।’

ইসলামকে ব্যাবহারিকভাবে জানতে হলে সুন্নাহর পথ ধরেই এগোতে হবে। সুন্নাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ, পদ্ধতি ও নিয়ম। এতে রয়েছে কুরআনের নববি ব্যাখ্যা ও ইসলামের প্রায়োগিক শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সা.)-এর ওপর

কুরআনকে কিতাব ও হিকমাহরূপে নাজিল করেছেন। আর এই হিকমতপূর্ণ বাণী পৌঁছে দেওয়াই ছিল নবিজির নবুয়তি দায়িত্ব।

একটি সহজ ও বোধগম্য পদ্ধতি

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ تِبۡيَانًا لِّكُلِّ شَىۡءٍ وَّهُدًى وَّرَحۡمَةً وَّبُشۡرٰى لِلۡمُسۡلِمِيۡنَ-

‘আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্যপথের নির্দেশ, রহমত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।’[২]

---

[১] সূরা নাহল : ৪৪

[২] সূরা নাহল : ৮৯

সুন্নাহ এমন একটি জীবনপদ্ধতি, যাতে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিক যথাযথভাবে উঠে এসেছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়—মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিটি বিষয় নবিজি তাঁর সুন্নতের মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো—মানুষ শুধু দাড়ি রাখা, টাখনুর ওপরে কাপড় পরা, মিসওয়াক করা; এ জাতীয় সুন্নতের বাইরে আর কোনো সুন্নত জানে না। তারা ভুলে যায়, ইসলামের শুরু থেকে নিয়ে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে ও আসবে, তাদের সবার জন্য নবিজির জীবনে রয়েছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা

মানুষের শারীরিক অবস্থা ও আধ্যাত্মিকতা; হৃদয় ও মন; দুনিয়া ও আখিরাত; ভাবনা ও কাজ; আদর্শ ও কর্ম; দৃশ্যমান ও অদৃশ্য; ব্যক্তিগত ও দলগত; নতুন ও অধুনা আবিষ্কৃত; দায়িত্বের স্বাধীনতা ও আবশ্যকীয়তা এসব কিছুর মধ্যকার একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা হলো সুন্নাহ। এতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় সকল ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে। এখানে মানুষের ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপিয়েও দেওয়া হয়নি। আবার মানুষকে একেবারে ছেড়েও দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'যাতে তোমরা মানদণ্ডে সীমালঙ্ঘন না করো, সুবিচারের সঙ্গে ওজন প্রতিষ্ঠা করো আর ওজনে কম দিয়ো না।'[৩]

নবিজি যখনই তাঁর সাহাবিদের কাউকে চরমপন্থা অবলম্বন করতে দেখতেন, তাঁকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। সাহাবিগণ যেন বাড়াবাড়ি করতে করতে চরমপন্থায় পৌঁছে না যায়, আবার ছেড়ে দিতে দিতে যেন সব ছেড়ে না দেয়—এ ব্যাপারে তিনি তাঁদের সব সময় সতর্ক করতেন।

নবিজির সময় তিনজন সাহাবি তাঁদের ইবাদতকে পর্যাপ্ত মনে করতে পারছিলেন না। ফলে তাঁদের একজন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি সারাজীবন রোজা রাখবেন; কখনো রোজা ভাঙবেন না। দ্বিতীয়জন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি সারা রাত নফল সালাতে কাটিয়ে দেবেন; কখনো ঘুমাবেন না। তৃতীয়জন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি কখনো বিয়ে করবেন না।

তাঁদের এসব কথা যখন নবিজির কানে পৌঁছাল, তিনি বললেন—'সতর্ক হও! তোমাদের যে কারও চেয়ে আমি সর্বাধিক খোদাভীরু ও মুত্তাকি। কিন্তু আমি রোজা রাখি, আবার রোজা ভাঙি। আমি রাতের বেলা নফল সালাত আদায় করি, আবার ঘুমও যাই। আমি বিবাহ করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে যথেষ্ট মনে করে না, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।'

নবিজি একবার দেখলেন, সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) অধিক পরিমাণে রোজা রাখছেন। রাতে না ঘুমিয়ে নফল সালাত আদায় করছেন, কুরআন তিলাওয়াত করছেন। তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন—'তোমার শরীরের কিন্তু তোমার ওপর হক আছে, তোমার চোখেরও হক আছে, তোমার পরিবারেরও তোমার ওপর হক আছে, তোমার অতিথির হক আছে তোমার ওপর। সবার হক যথাযথভাবে আদায় করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।'

---

[৩] সূরা আর-রাহমান : ৮-৯

নবিজি তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতেন। তাঁর প্রতিটি সুন্নতের মধ্যে রয়েছে মধ্যমপন্থার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি দুআ করলে কুরআনের ভাষায় দুআ করতেন। তিনি বলতেন—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنۡيَا حَسَنَةً وَّفِى الۡاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

'হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদের আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন।'[৪]

তিনি আরও দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ-

'হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীনকে পরিশুদ্ধ করে দিন, এ দ্বীনই আমার সব কাজের নিরাপত্তা দানকারী। আপনি আমার দুনিয়াকে শুদ্ধ করে দিন, যেথায় আমার জীবনোপকরণ রয়েছে। আপনি আমার আয়ুষ্কালকে বাড়িয়ে দিন প্রত্যেকটি ভালো কাজের জন্য। আপনি আমার আখিরাতকে সুন্দর করে দিন, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং সব ধরনের খারাবি থেকে আমার মরণকে আরামদায়ক করে দিন।'[৫]

একটি সুসংহত পন্থা

নবিজির সুন্নাহ হচ্ছে একটি সুসংহত ও সমন্বিত পন্থা। এতে রয়েছে ঈমান ও ইলম; ওহি এবং এর প্রেক্ষাপটের অপূর্ব সমন্বয়। ফলে সব মিলিয়ে সুন্নাহসম্মত পথ হয়েছে নুরুন আলা নুর অর্থাৎ সোনায় সোহাগা। এতে আছে নৈতিক নির্দেশনা ও আইনি বিধানের ভারসাম্য। নির্দেশনা কীভাবে দিতে হয়, এর মূলভিত্তি ও গতিপথ এসবের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে এখানে। এখানে আত্মরক্ষা, শক্তির প্রয়োগ, শৃঙ্খলা ও প্রয়োজনে শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কারণ, আইন প্রণয়ন ছাড়া শুধু নৈতিক নির্দেশনা অকার্যকর। আবার নৈতিক পথনির্দেশিকা ব্যতীত আইনের বিধান খুব একটা কাজে আসে না। নবিজি এ সবকিছু মাথায় রেখেই জীবনপদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন।

সুন্নাহয় রয়েছে পেশিশক্তি ও এর যথার্থ প্রয়োগ। যেখানে কতৃত্ব নিশ্চিত হয় কুরআনের মাধ্যমে ধর্মের আলোকে। কেননা, অনেক সময় কুরআনের বিধান কার্যকর করতে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের বিকল্প থাকে না। কেউ যদি বিবেকের তাড়নায় সঠিক পথ বেছে নিতে ব্যর্থ হয়, সেখানে প্রয়োজন ক্ষমতার প্রয়োগ। যদি কেউ ইসলামি আইনের বিরোধিতা করে, তবে তাকে 'শায়েস্তা' করতে হবে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে।

প্রতিটি কর্মের একটি সীমারেখা রয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটলে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নবিজি ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়েও কাজ করেছেন। তিনি একই সঙ্গে সালাতের ইমামতি করতেন, আবার যুদ্ধক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতেন। মানুষের মধ্যকার অমীমাংসিত

---

[৪] সূরা বাকারা : ২০১

[৫] সহিহ মুসলিম : ২৭২০

বিষয়গুলোর মীমাংসা করে দিতেন, প্রশাসনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেন। ইসরাইলিরা যেভাবে ধর্মকে গ্রহণ করেছে, মুহাম্মাদি ধর্ম মোটেও এমন নয়। নবি মুহাম্মাদ (সা.) হিদায়াতের কাজ করতেন। আবার ধর্মের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতেন। তিনি একাধারে রাজা ও সেনাপতির কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তবে অনেককে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাজা হিসেবেও পাঠিয়েছেন। কুরআনে এসেছে—

اِنَّ اللّٰہَ قَدۡ بَعَثَ لَکُمۡ طَالُوۡتَ مَلِکًا-

'আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে রাজারূপে পাঠিয়েছেন।'[৬]

আল্লাহ তায়ালা যত নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের কেউই রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করেননি। একজন মুসলমানের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র হবে রবময়। আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিচ্ছেন—

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ- لَا شَرِیۡکَ لَہٗ ۚ وَ بِذٰلِکَ اُمِرۡتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الۡمُسۡلِمِیۡنَ-

'বলো, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য; যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।'[৭]

পবিত্র কুরআন মুসলমানের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছুতে ভারসাম্য বিধান করেছে। যারা এই ভারসাম্যপূর্ণ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ধর্মের সাথে কর্মের সংমিশ্রণ না থাকলে সেই ধর্ম জীবনবিধান হয়ে উঠতে পারে না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নাজিল করেছেন আল কুরআন। আর কর্মের জন্য দিয়েছেন লোহা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِالۡبَیِّنٰتِ وَ اَنۡزَلۡنَا مَعَهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡمِیۡزَانَ لِیَقُوۡمَ النَّاسُ بِالۡقِسۡطِ ۚ وَ اَنۡزَلۡنَا الۡحَدِیۡدَ فِیۡهِ بَاۡسٌ شَدِیۡدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

'আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি আর তাঁদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি আর মানুষের জন্য নানাবিধ উপকার।'[৮]

অন্যত্র এসেছে—

وَ کَفٰی بِرَبِّکَ هَادِیًا وَّ نَصِیۡرًا

'আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট।'[৯]

---

৬ সূরা বাকারা : ২৪৭
৭ সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩
৮ সূরা হাদিদ : ২৫
৯ সূরা ফুরকান : ৩১

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্য থেকেই তাদের নেতা নির্বাচন করেন। নেতা এমন কোনো সত্তা নয়, যে আসমানে ফেরেশতাদের মতো করে উড়ে বেড়ায়। বরং নেতা জমিনে বিচরণশীল অন্যান্য মানুষের মতোই সাধারণ একজন মানুষ। এজন্য নেতাকে মানুষের সাথে মিশে যেতে হবে। তার জন্য আলাদা কোনো খানকা বা আশ্রম থাকবে না। একজন নেতা সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় সব সময় মানুষের সাথেই থাকবে। নেতা হিসেবে নবিজি ছিলেন এমনই। ক্ষুধার জ্বালায় চারদিকে যখন হাহাকার শুরু হতো, প্রথমে তিনিই উপবাস শুরু করতেন। সবার খাওয়া হলে খেতে যেতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সবার সামনের সারিতে থাকতেন। আবার সালাতের মুসল্লায় তিনিই হতেন জনগণের ইমাম। অর্থাৎ একজন মানুষের জীবনে যত ক্ষেত্র থাকতে পারে, তার প্রতিটিতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। একবার এক অপরিচিত লোক এসে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে নবিজিকে আলাদা করে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল—'আপনাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?'

যখন মসজিদে নববি নির্মিত হচ্ছিল, সবার সাথে সাথে তিনিও পাথর উঠিয়েছেন। সবার সঙ্গে পরিশ্রম ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। ফলে নবিজির দেখাদেখি সবাই কাজে হাত লাগিয়েছেন। কারণ, যেখানে স্বয়ং নবিজি কাজ করছেন, সেখানে অন্যরা কীভাবে বসে থাকতে পারে?

নবিজির এই দীক্ষার আলোকে মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে তারা একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে। বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পারে ইসলামের বাণী। একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করা কোনো ব্যক্তিবিশেষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এটি বরং একটি সামষ্টিক দায়িত্ব, যেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে অংশগ্রহণ করবে। জ্ঞানীরা জ্ঞানদান করবেন, ধনীরা সম্পদ দান এবং চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শীরা চিকিৎসা দান করবেন। এভাবে করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা কখনোই কারও ওপর তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। সমাজে দুর্বলদের সাহায্য এগিয়ে আসবে সবলরা। আবার দুর্বলদের দায়িত্বকেও ছোটো করে দেখা যাবে না। এভাবে সবাই একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করবে। তাদের মধ্যে বিরাজ করবে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ

'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন।'[১০]

একটি বাস্তবধর্মী পন্থা

সুন্নাহ একটি বাস্তবধর্মী পন্থা। সুন্নাহর দৃষ্টিতে মানুষকে ডানাবিশিষ্ট ফেরেশতা মনে করা হয় না। সুন্নাহ মানুষকে একান্তই মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে, যে পানাহার করে, ঘর বানিয়ে থাকে, বাজারে যায়, যার মানবীয় আবেগ-অনুভূতি রয়েছে; রয়েছে প্রয়োজন ও চাহিদা। এই মানুষই

[১০] সূরা তাওবা : ৭১

আবার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার ফলে জান্নাতের বাসিন্দা হয়। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে; কিন্তু এ মাটির ভেতরে আল্লাহ তায়ালা রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। এজন্য মাটির তৈরি মানুষ কেউ মর্যাদায় অনেক ওপরে ওঠে, আবার কেউ নিচে নামে। কেউ সামনে এগিয়ে যায়, আবার কেউ হোঁচট খায়। কেউ সুপথপ্রাপ্ত হয়, আবার কেউ হয় বিপথগামী। কেউ সকল বাধাবিপত্তি মোকাবিলা করে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবার কেউ বিপদে পড়ে ভেঙে পড়ে। মানুষ ভুল করে। আবার ভুল স্বীকার করে স্রষ্টার নিকট ফিরে যায়।

একজন সাহাবি একবার নিজেকে মুনাফিক মনে করলেন। কারণ, নবিজির সামনে তাঁর ঈমানের অবস্থা এক রকম থাকে, বাড়িতে ফিরে গেলে তার ঈমানের অবস্থা হয়ে যায় আরেক রকম। তিনি নবিজির কাছে ছুটে গিয়ে বললেন—‘হে আল্লাহর রাসূল! হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।’ এরপর তিনি নবিজির কাছে সবকিছু খুলে বললেন। তিনি বললেন—‘যখন আমি আপনার কাছে থাকি, আমার হৃদয় বিগলিত হয়, দু-চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আমি আল্লাহকে স্মরণ করি। আমার দু-চোখের সামনে যেন আখিরাতকে দেখতে পাই। কিন্তু যখন বাড়ি ফিরে যাই, আমি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করি, স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-তামাশা করি, আপনার কাছে থাকা অবস্থায় আমি কেমন ছিলাম, তা বেমালুম ভুলে যাই। সব শুনে নবিজি বললেন—‘আমার সাথে থাকা অবস্থায় তোমার ঈমানের অবস্থা যা হয়, তা যদি তুমি ধরে রাখতে পারতে, তাহলে তোমার অবস্থা এমন হতো, তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে, আর ফেরেশতারা তোমার সঙ্গে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানজালা! সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।’

মানুষকে দুর্বল করে বানানো হয়েছে। কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার ঘুম আসে, সে ঘুমিয়ে পড়ে। সঠিক পথে অবিচল থেকে নিজের মানবীয় চাহিদা পূরণ করা ইসলামে নিষেধ করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে, বান্দার হক ও আল্লাহর হকের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে। এজন্যই বলা হয়, নিজের জন্য এক ঘণ্টা ব্যয় করলে পরের ঘণ্টাটি আল্লাহর জন্য ব্যয় করো।

নবিজি মানুষের মানবীয় দুর্বলতা মেনে নিয়েছেন। এজন্য ইসলামে অনুমোদিত বিষয়ের সংখ্যা বেশি, আর নিষিদ্ধ বিষয়ের সংখ্যা কম। হাদিসে এসেছে— ‘আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল বলেছেন, তা হালাল; যা কিছু নিষেধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ। যে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি, তার বিধান রহিত। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ছাড় গ্রহণ করো। জেনে রেখো, আল্লাহ কিছু ভুলে যান না।’ এ কথা বলে নবিজি তিলাওয়াত করলেন—‘আর আপনার রব ভুলে যান না।’[১১]

মানবীয় দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে কখনো কখনো ইসলাম এমন কিছুরও অনুমতি দান করে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় অনুমোদনযোগ্য নয়। এজন্য ব্যক্তির অবস্থাভেদে কখনো কখনো স্বাভাবিক হারাম বিধানও হালাল হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শারীরিক বিশেষ অসুস্থতার কারণে নবিজি তাঁর সাহাবিদের মধ্য থেকে দুজনকে সিল্কের কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সুন্নাহ মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে। কেউ ভুল করে বসলে তাকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেয়। জীবন থাকা অবস্থায় কারও জন্য ক্ষমা চাওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায় না। তাওবার

---

[১১] সূরা মারইয়াম : ৬৪

দরজা সব সময় সবার জন্য খোলা। যে কেউ চাইলে আল্লাহর কাছে তাওবার ধরনা দিতে পারে। এজন্য হাদিসে এসেছে—'আল্লাহ তায়ালা সারা রাত তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে করে কেউ দিনের বেলা করা পাপের জন্য ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তেমনিভাবে তিনি সারাদিন তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে করে কেউ রাতের বেলা করা পাপের জন্য ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।'

আরেক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন—'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা পাপ না করতে, ক্ষমা না চাইতে, তাহলে তিনি তোমাদের সরিয়ে দিয়ে তোমাদের স্থলে এমন জাতি নিয়ে আসতেন, যারা পাপ করত এবং তার ক্ষমা চাইত। যার ফলে তাদের ক্ষমা করে দিতেন।'

নবিজি মানুষের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনায় রাখতেন। মানুষের বয়স, সক্ষমতা ও সামর্থ্যের পার্থক্য তিনি বুঝতেন। এজন্য তাঁর একই প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতো। কোনো বৃদ্ধের সাথে তাঁর মুয়ামেলা যেমন হতো, কোনো যুবকের সঙ্গে তাঁর মুয়ামেলা তেমন হতো না। যে ব্যক্তি খুব চাপাচাপির মধ্যে আছে, তার সঙ্গে তিনি এক সুরে কথা বলতেন। আর একই প্রেক্ষাপটে সেই ব্যক্তির সঙ্গে তিনি অন্য সুরে কথা বলতেন, যে স্বাধীন ও মুক্ত। শুধু তা-ই নয়, তিনি ভিন্ন জাতিভুক্ত মানুষের ভিন্ন সংস্কৃতির মূল্যায়ন করতেন। এজন্য তিনি ঈদের দিনে মসজিদে নববির মধ্যে আবিসিনিয়ার অধিবাসীদের বল্লম খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর পেছন থেকে আয়িশা (রা.) উঁকি মেরে সেই খেলা উপভোগ করেছিলেন। তিনি অন্য প্রতিবেশী মেয়েদের বলতেন, তারা যেন এসে আয়িশা (রা.)-এর সঙ্গে খেলা করে। তিনি মানুষের বিনোদনের প্রতিও লক্ষ রেখেছেন। বিবাহ-শাদি, দীর্ঘদিন বাইরে অবস্থান করার পর কারও প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে তিনি হালাল বিনোদনের অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, তিনি বুঝতেন, বিনোদন ও আনন্দ মানব প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এভাবে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাবে, যার মাধ্যমে বোঝা যায়, সুন্নাহ একটি বাস্তবসম্মত পন্থা; যদিও এই ক্ষুদ্র পরিসরে এই সকল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সম্ভব নয়।

সহজ পন্থা

সুন্নাহর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর প্রতিটি বিধান সহজসাধ্য। নবিজির দায়িত্বই ছিল মানুষের বোঝা লাঘব করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে—'যে তাদের সৎকাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎকাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল—যা তাদের ওপরে ছিল—অপসারণ করে।'[১২]

তাই সুন্নতের মধ্যে এমন কোনো বিধান নেই, যা মানুষকে বাধাগ্রস্ত করে, মানুষকে সংকীর্ণ অবস্থায় ফেলে দেয়। নবিজি নিজেই বলছেন—'আমি তোমাদের ওপর রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। একই কথা পবিত্র কুরআনেও এসেছে— 'আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য পাঠিয়েছি কেবল রহমত হিসেবে।'[১৩] অন্য জায়গায় নবিজি নিজেই বলছেন—'আল্লাহ আমাকে কঠিন করার

[১২] সূরা আরাফ : ১৫৭
[১৩] সূরা আম্বিয়া : ১০৭

জন্য পাঠাননি, অন্যের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্যও পাঠাননি; বরং তিনি আমাকে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি সবার জন্য সবকিছু সহজ করে দিই।'

তিনি আবু মুসা ও মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। পাঠানোর সময় তাঁদের বলে দিয়েছিলেন—'সবার জন্য সবকিছু সহজ করবে; কঠিন করবে না। মানুষকে আশার বাণী শোনাবে; হতাশা ছড়াবে না। একে অপরের সঙ্গে সুন্দর সহাবস্থান নিশ্চিত করবে; মতপার্থক্য সৃষ্টি করবে না।'

তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে তিনি তাঁর সাহাবিদের শিখিয়েছেন—'সবার জন্য সবকিছু সহজ করবে; কঠিন করবে না। মানুষকে সুসংবাদ দেবে; নিরাশ করবে না।' একবার এক বেদুইন এসে মসজিদের মধ্যে প্রস্রাব করা শুরু করল। এ অবস্থা দেখে সাহাবিগণ তো রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু নবিজি তাঁদের শান্ত হতে বলেন। তিনি বললেন—'তোমাদের সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে; কঠিন করার জন্য নয়।' তিনি নিজের নবুয়তি দায়িত্বের ব্যাপারে বলেছেন—'আমি একটি সহিষ্ণু ও সত্য ধর্ম প্রচার করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।' তিনি আরও বলতেন—'হে লোকসকল! তোমাদের ওপর তা-ই ফরজ করা হয়েছে, যা তোমাদের সাধ্যে রয়েছে। কারণ, একমাত্র আল্লাহই ক্লান্ত হন না; কিন্তু মানুষ ক্লান্ত হয়।'

নবিজি কুরআনের শিক্ষার আলোকে সবকিছু সহজ করে দিতেন। কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সব সময় সহজটা চান; তিনি কারও ওপর কঠোরতা চাপিয়ে দেন না। ধর্মীয় কোনো বিধান কারও সাধ্যের বাইরে তার ওপর চাপিয়ে দেন না। পবিত্রতা সম্পর্কিত বিধান নাজিল করার পর উপসংহারে গিয়ে কুরআন বলছে—

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

'আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না।'[১৪]

আবার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

'আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। কারণ, মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১৫]

ধর্ম বিষয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা পণ্ডিতি করার ব্যাপারে নবিজি সতর্ক করেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন দুনিয়ার সাংসারিক জীবন থেকে অব্যাহতি নিতে। কিন্তু নবিজি তাঁদের সেই অনুমতি দেননি। তিনি সবাইকে জীবন থেকে ভালো জিনিসটা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি মানুষকে আনন্দ-উপভোগ ও জীবনযাপনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলেছেন। তিনি বলেন—'আল্লাহ নিজে সুন্দর; তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।' অন্যত্র তিনি বলেন— 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর নিজ নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন।'

নবিজি তাহারাত, সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন বিধান মানুষের জন্য সহজ করে দিতেন। তিনি অজুর স্থলে তায়াম্মুমের বিধান রেখেছেন। স্বাভাবিক সালাতের পাশাপাশি

---

[১৪] সূরা মায়েদা : ৬

[১৫] সূরা নিসা : ২৮

সফরে গেলে কসর সালাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার পাশাপাশি অসুস্থ হলে বসে কিংবা শুয়ে সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। গর্ভবতী নারী, দুগ্ধ দানকারিণী মা, সফররত ব্যক্তি কিংবা অক্ষম ব্যক্তির জন্য তিনি রমজানের রোজাও মকুফ করেছেন। তিনি একবার দেখলেন, কিছু লোক সফররত অবস্থায় আছে; কিন্তু তারা রোজা ভাঙেনি। তীব্র তাপ আর ক্ষুধার কষ্টে তারা নিজেদের ওপরে পানি ছেটাচ্ছিল। তিনি তাদের বললেন—'সফরে থাকা অবস্থায় তো রোজা রাখার দরকার নেই।' অর্থাৎ যে সফর কষ্টসাধ্য, যেখানে রোজা রাখা কঠিন হয়, সেখানে রোজার বিধান শিথিল।

সফরে থাকা অবস্থায় কিংবা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। একবার ইবনে আব্বাস (রা.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নবিজি এর মাধ্যমে আসলে কী চেয়েছেন?' তিনি বললেন—'নবিজি তাঁর উম্মতকে কষ্ট দিতে চাননি।' অর্থাৎ তিনি তাঁর উম্মতের বোঝা হালকা করতে চেয়েছেন। নবিজি বলেছেন—'আল্লাহর অবাধ্যতা করলে যেমন তিনি রাগান্বিত হন, তেমনই তিনি কোনো বিষয়ে ছাড় দিলে তা গ্রহণ না করলেও তিনি রাগান্বিত হন।' অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন—'আল্লাহর আদেশ পালন করলে তিনি যেমন খুশি হন, তেমনই তাঁর প্রদত্ত ছাড় গ্রহণ করলেও তিনি খুশি হন।'

আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন—'জাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় খুব শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোসল করি, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হব। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের সাথে সালাত আদায় করলাম। পরে তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানাল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন—"হে আমর! তুমি নাকি জুনুবি অবস্থায় তোমার সাথিদের সঙ্গে সালাত আদায় করেছ!" তখন আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহর এই বাণীও শুনেছি—"তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়োই দয়াবান।"[১৬] এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না।'

এ রকম আরেকটি ঘটনা আছে। একবার এক সাহাবি ভীষণভাবে আহত হলেন। আহত অবস্থায় রাতে ঘুমিয়ে পড়লে তার স্বপ্নদোষ হয়। তিনি জুনুবি হয়ে পড়েন। এখন তাঁর করণীয় কী—এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কয়েকজন তাঁকে বলেন, তাঁকে যেকোনোভাবে অবশ্যই গোসল করতে হবে। তিনি আহত অবস্থায় গোসল করলেন। ফলে তিনি মারা গেলেন। পুরো ঘটনা নবিজিকে বলা হলে তিনি বললেন—'তাঁরা তাঁকে হত্যা করেছে! আল্লাহও তাঁদের হত্যা করুন! তাদের জানা না থাকলে তারা জিজ্ঞেস করল না কেন? জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমেই তো অজানা বিষয় জানা যায়।'

[১৬] সূরা নিসা : ২৯